সীরাতে ইবনে কাসীর

ইমাম ইবনে কাসীর ﵀

সুকুন পাবলিশিং

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيرًا ۝

তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও পরকাল দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং যারা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসুলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।

আল আহযাব : ২১

সূচিপত্র

ইসলামপূর্ব আরবের কতিপয় ঘটনা

ইসলাম-পূর্ব আরবে ঈমানের দীপশিখা ৩৫
উমাইয়া ইবনু আবুস সালত আস-সাকাফি ৩৬
যায়েদ ইবনু আমর ইবনি নুফায়েল ৪১
কাব ইবনু লুওয়াই ৪৩
আব্দুল মুত্তালিবের হাতে যমযম কূপের পুনঃখনন ৪৪
আব্দুল মুত্তালিবের মানত এবং পুত্র জবাইয়ের ঘটনা ৪৬
নবিজির পিতা আবদুল্লাহর সাথে মাতা আমিনার বিয়ে ৪৯

নবিজির জন্ম, শৈশব এবং কৈশোর

সেই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায় ৫৩
দুধমাতা হালিমা সাদিয়ার ঘরে ৫৬
বরকতের ফল্গুধারা ৫৮
ফিরে এলেন মায়ের কোলে ৬১
মাতা আমিনার মৃত্যু ৬৮
দাদার নিবিড় তত্ত্বাবধানে ৬৯
দাদার ইন্তেকাল ৭০
চাচার স্নেহ পরশে ৭০
বাহিরা পাদরির সাথে সাক্ষাৎ ৭২

যৌবনের দিনগুলোতে নবিজি

যৌবনের পবিত্রতা ৭৯
ফিজার যুদ্ধে নবিজির অংশগ্রহণ ৮২
মানবতার কল্যাণে 'হিলফুল ফুযুল' গঠন ৮৩
খাদিজা বিনতু খুওয়াইলিদ রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে বিয়ে ৮৫
ওয়ারাকা ইবনু নাওফেলের ভবিষ্যদ্‌বাণী ৮৭
বিয়ের পূর্বে নবিজির পেশা ৮৮
কাবার পুনর্নির্মাণ ৮৮

রিসালাত লাভ এবং নবিজির মাক্কী জীবন

ওহীর আলোয় যখন আলোকিত জগৎ ৯৩
যেভাবে ওহী আসত নবিজির কাছে ৯৫
ওহী সংরক্ষণ করার প্রবল আগ্রহ ৯৭
নবুয়তের গুরুদায়িত্ব ৯৮
প্রথম ঈমান আনলেন যিনি ৯৯
নীরবে দাওয়াতের সূচনা ১০০
প্রকাশ্যে সালাত আদায় ১০২
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ ১০৩
ইসলামের দাওয়াত প্রকাশ্যে আনলেন যিনি ১০৭
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর দাওয়াতি প্রেরণা ১১৩
হামযা ইবনু আব্দিল মুত্তালিবের ইসলাম গ্রহণ ১১৪
আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ ১১৫
সালমান ফারসির ইসলাম গ্রহণ ১২৩
যিমাদের ইসলাম গ্রহণ ১৩২
ইসলামের ইতিহাসে প্রথম রক্তপাত ১৩৪

প্রকাশ্যে নবুয়তের ঘোষণা ১৩৫
রাসুলুল্লাহর ওপর মুশরিকদের নির্যাতন ১৪০
কুরাইশদের নির্যাতন ১৪৫
রাসুলুল্লাহর প্রতি আবু তালিবের অকুণ্ঠ সমর্থন ১৪৬
নবিজির কাছে কুরাইশদের নানান অমূলক দাবি ১৫২
নবিজিকে বাধা দিতে কুরাইশদের কূটকচাল ১৬০
মদিনার ইহুদিদের সাথে কুরাইশদের সলাপরামর্শ ১৬৪
দুর্বল মুসলিমদের সাথে কুরাইশদের নির্মম আচরণ ১৬৭
নির্যাতনের নিশানা যখন সাহাবিরা ১৬৭
নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে হাবশার পথে সাহাবিরা ১৭৩
হাবশার পথে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ১৭৫
আবিসিনিয়ায় কুরাইশদের প্রতিনিধিদল ১৭৮
মক্কার দিনরাত : মুসলিমদের হালচাল ১৮০
উমারের ইসলাম গ্রহণ ১৮১
নবিজির তিলাওয়াতে মুগ্ধতার আবেশ ১৮৫
গিরিসংকটের বন্দি জীবন ১৮৬
উপত্যকা জুড়ে মুক্তির আনন্দ ১৯০
তোফায়েল ইবনু আমর দাউসির ইসলাম গ্রহণ ১৯৭
আবু তালিব ও খাদিজার ইন্তেকাল ২০২
চাচার ইন্তেকালের পর কুরাইশদের ঘোর শত্রুতা ২০৩
তায়েফের উদ্দেশে নবিজির যাত্রা ২০৪
জিনদের কুরআন শ্রবণ ২০৯
তায়েফ থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন ২১০
বাইতুল মুকাদ্দাসের উদ্দেশে নবিজির যাত্রা ২১১
বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে ঊর্ধ্বলোকে ২১৫
সালাতের বিধান ২২০
রাসুলুল্লাহকে জিবরিলের সালাত শিক্ষাদান ২২৪

চন্দ্র হলো দ্বিখণ্ডিত ২২৪
আয়িশা ও সাওদার সাথে নবিজির বিয়ে ২২৭
হজের মৌসুমে আরবের বিভিন্ন গোত্রের কাছে দাওয়াত ২৩২
ইসলামের ছায়ায় আনসারি সাহাবিরা ২৩৫
ইসলামের প্রথম শিক্ষক হলেন যিনি ২৩৮
দ্বিতীয় আকাবার বাইআত ২৩৯
মদিনায় ইসলামের উত্থান ও শিরকের পতন ২৪৫

মদিনার পথে নবিজি

স্বদেশ ছেড়ে মদিনার পথে ২৫১
মদিনার পথে নবিজি ২৫৭
কুরাইশদের ষড়যন্ত্র ২৫৯
মদিনার উদ্দেশে যাত্রা ২৬৪
গারে সাওরের পাদদেশে ২৬৫
সুরাকা ইবনু মালিকের ঘটনা ২৬৮
উম্মু মাবাদ আল-খুযাইয়াহর জীর্ণকুটিরে নবিজি ২৭১
রাসুলুল্লাহকে মদিনাবাসীর অভ্যর্থনা ২৭৪
মদিনার অলিগলিতে খুশির জোয়ার ২৭৫
নবিজির হিজরতে মদিনা ধন্য হলো ২৮১
নবিজির স্ত্রী-কন্যাদের মদিনায় হিজরত ২৮২
নবিজির কাছে আনসারি সাহাবিদের হাদিয়া ২৮২
আনসারি সাহাবিদের মর্যাদা ২৮৩
হিজরি সন গণনার সূচনা ২৮৫
আব্দুল্লাহ ইবনু সালামের ইসলাম গ্রহণ ২৮৬

মদিনার জীবনে নবিজি

মাসজিদুন নববি নির্মাণ..... ২৯১
মসজিদের পাশে নবিজির ঘর..... ২৯২
মুহাজির ও আনসারি সাহাবিদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ২৯৩
নবিজির ঘরে আয়িশার পদার্পণ..... ২৯৪
মুকিম অবস্থায় সালাত চার রাকাতের বিধান..... ২৯৪
মসজিদের মিনারে আযানের ধ্বনি..... ২৯৫
হিজরতের পর প্রথম যে শিশুর জন্ম হলো..... ২৯৭
নবিজির সাথে ইহুদি ও মুনাফিকদের শত্রুতা ২৯৭
হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান..... ২৯৮
উবাইদা ইবনু হারিস ইবনিল মুত্তালিবের অভিযান..... ২৯৯
সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাসের বাহিনী..... ২৯৯
প্রথম গাযওয়া 'গাযওয়াতুল আবওয়া'..... ৩০০
উপকূলীয় অঞ্চলে হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান..... ৩০১
বুওয়াত ও উশায়রার যুদ্ধ ৩০১
প্রথম বদর যুদ্ধ ৩০৩
আব্দুল্লাহ ইবনু জাহাশের অভিযান..... ৩০৩
বাইতুল্লাহ আবার কিবলা হলো..... ৩০৭
রামাদানে রোজার বিধান..... ৩০৯

সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী যুদ্ধ ও পরবর্তী ঘটনাসমূহ

বদর যুদ্ধ ৩১৩
যুদ্ধের আগে পরামর্শ সভা ৩১৬
নবিজির তাঁবু..... ৩২১
সারিবদ্ধ মুসলিম কাফেলা..... ৩২৩

আবু জাহলের করুণ পরিণতি.....৩৩০
বিজয়ীর বেশে নবিজির মদিনায় প্রত্যাবর্তন.....৩৩৫
নজর ইবনুল হারিস এবং উকবা ইবনু আবি মুআইতের হত্যাকাণ্ড.....৩৩৭
নবিজির দয়ায় মুক্তিপণ ছাড়াই যারা মুক্তি পেলেন.....৩৪১
নবিজিকে হত্যার ষড়যন্ত্র.....৩৪২
নবিজির কন্যা যাইনাবের মদিনায় হিজরত.....৩৪৫
বনু কাইনুকার ইহুদিদের বিশ্বাসঘাতকতা.....৩৪৮
গাযওয়াতু বনি সুলাইম বা বনু সুলাইমের যুদ্ধ ৩৫০
গাযওয়াতু সাবিক বা সাবিকের যুদ্ধ ৩৫০
আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে ফাতিমার বিয়ে.....৩৫২
উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে উম্মু কুলসুমের বিয়ে.....৩৫৪
গাযওয়াতু নজদ বা নজদের যুদ্ধ.....৩৫৫
গাযওয়াতুল ফুরু বা ফুরু-এর যুদ্ধ.....৩৫৬
যায়েদ ইবনু হারিসার অভিযান ৩৫৬
ইহুদি কাব ইবনু আশরাফের হত্যাকাণ্ড.....৩৫৭
উহুদ যুদ্ধ.....৩৬১
ময়দানে নেমে এলো আসমানি সাহায্য.....৩৬৭
পরাজয়ের ঘনঘটা ৩৭০
তন্দ্রাচ্ছন্নতা যখন প্রশান্তির কারণ.....৩৭৪
হামযা রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত.....৩৭৫
মুসআব ইবনু উমায়ের রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাত.....৩৭৭
আত্মত্যাগের অনুপম আখ্যান.....৩৭৯
নবিজির মদিনায় প্রত্যাবর্তন ৩৮২
মুনাফিক ও ইহুদিদের আনন্দ প্রকাশ.....৩৮৪
কুরাইশদের পশ্চাদ্ধাবন.....৩৮৫
তুলাইহা আসাদির উদ্দেশে আবু সালামার অভিযান ৩৮৬
গাযওয়াতুর রাজি বা রাজি'-এর যুদ্ধ.....৩৮৮

আমর ইবনু উমাইয়া আদ-দামরি রাদিয়াল্লাহু আনহুর অভিযান ৩৯৩
বিরু মাউনার অভিযান.....৩৯৯
গাযওয়া বনু নাজির বা বনু নাজিরের যুদ্ধ ৪০০
গাযওয়া বনু লিহইয়ান বা বনু লিহইয়ানের যুদ্ধ.....৪০৪
গাযওয়া যাতুর রিকা বা যাতুর রিকা'র যুদ্ধ ৪০৪
গাওরাস ইবনুল হারিসের ঘটনা ৪০৫
জাবির রাদিয়াল্লাহু আনহুর উটের ঘটনা.....৪০৭
দ্বিতীয় বদর যুদ্ধ ৪০৯
নবিজির সাথে যাইনাব বিনতু খুযাইমার বিয়ে..... ৪১১
নবিজির সাথে উম্মু সালামার বিয়ে ৪১২
গাযওয়াতু দুমাতুল জান্দাল বা দুমাতুল জান্দালের যুদ্ধ..... ৪১৪
গাযওয়াতুল আহযাব বা খন্দকের যুদ্ধ ৪১৫
আল্লাহর দয়া ও সাহায্যে শত্রু বাহিনীর পলায়ন.....৪৩৫
গাযওয়াতু বনু কুরাইজা বা বনু কুরাইজার যুদ্ধ..... ৪৪১
সাদ ইবনু মুআজ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইন্তেকাল ৪৪৮
উম্মু হাবিবা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে নবিজির বিয়ে.....৪৫০
যাইনাব বিনতু জাহাশের সাথে নবিজির বিয়ে ৪৫২
পর্দার বিধান ৪৫৬
গাযওয়া বনু মুস্তালিক বা মুরাইসি যুদ্ধ.....৪৫৮
আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ইবনি সালুলের ধৃষ্টতা.....৪৫৯
আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার ওপর অপবাদের ঘটনা.....৪৬৬
হুদাইবিয়ার সন্ধি ৪৭৫
গাযওয়াতু খাইবার বা খাইবারের যুদ্ধ ৪৮৮
খাইবার অবরোধ ও দুর্গ জয়..... ৪৯১
সাফিয়্যা বিনতু হুয়াই ইবনি আখতাবের সাথে নবিজির বিয়ে ৪৯৩
হাবশা থেকে জাফর ইবনু আবি তালিবের আগমন.....৪৯৪
বিষ মিশ্রিত বকরির ঘটনা.....৪৯৫

উমরাতুল কাযা.....৪৯৬
মাইমুনা রাদিয়াল্লাহু আনহার সাথে রাসুলুল্লাহর বিয়ে.....৪৯৮
ইসলামের দাওয়াত দিয়ে রাজা-বাদশাহর কাছে দূত প্রেরণ.....৫০০
পারস্য সম্রাট কিসরার কাছে পত্র.....৫০৭
আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা মুকাউকিসের কাছে পত্র.....৫১২
আরব গোত্রগুলোর মাঝে পত্র প্রেরণ.....৫১৪
মুতার যুদ্ধ.....৫১৪
গাযওয়াতু যাতিস সালাসিল.....৫১৯
মক্কা বিজয়.....৫২১
হাতিব ইবনু আবি বালতাআ রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা.....৫২৯
নবিজির চাচা আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুর ইসলাম গ্রহণ.....৫৩২
কাফেলা নিয়ে মাররুয যাহরানে নবিজির অবতরণ.....৫৩৩
বিজয়ীর বেশে নবিজির মক্কায় প্রবেশ.....৫৩৯
হুনাইনের যুদ্ধ.....৫৪৪
তায়েফ যুদ্ধ.....৫৫২
তায়েফ থেকে প্রত্যাবর্তন.....৫৫৪
হুনাইনের গনিমত বণ্টন.....৫৫৬
গনিমত বণ্টনের ওপর মুনাফিকদের আপত্তি.....৫৫৭
রাসুলুল্লাহর দুধবোনের আগমন.....৫৫৯
উমরাতুল জিরানা.....৫৬০
তাবুক যুদ্ধ.....৫৬১
যুদ্ধে যেতে অক্ষম যারা.....৫৬৬
নবিজির তাবুকের উদ্দেশে রওনা.....৫৬৯
আবু খাইসামা রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা.....৫৭০
আবু যর গিফারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা.....৫৭২
তাবুকে রাসুলুল্লাহ ও সাহাবিদের দুঃসহ কষ্টের বিবরণ.....৫৭৩
সামুদ জাতির জনপদ অতিক্রম.....৫৭৫

আয়লা, আযরুহ এবং জারবাবাসীদের সাথে রাসুলুল্লাহর সন্ধি ৫৭৫
তাবুকে নবিজির অবস্থান ও প্রত্যাবর্তন ৫৭৭
কাব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘটনা.....৫৭৮
আবু লুবাবা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং তাবুক যুদ্ধে অনুপস্থিত কয়েকজন সাহাবির ঘটনা.....৫৯০
মসজিদে জিরারের ঘটনা ৫৯৩
দুমার শাসক উকাইদিরের বিরুদ্ধে খালিদ ইবনুল ওয়ালিদের অভিযান ৫৯৭
সাকিফ গোত্রের প্রতিনিধিদের আগমন ৫৯৮
প্রতিনিধিদলের বছর ৬০২
আব্দুল্লাহ ইবনু উবাইয়ের মৃত্যু.....৬০৩
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে হজের আমির বানিয়ে প্রেরণ ৬০৫

নবিজির শেষ দিনগুলো

হজ্জাতুল বিদা বা বিদায়ি হজ.....৬০৯
জীবনের শেষ হজ যেভাবে করেছিলেন নবিজি.....৬১০
মিনায় নবিজির খুতবা.....৬১৪
গাদিরে খুমের খুতবা ৬১৫
নবিজির অসুস্থতা.....৬১৭
নবিজির অন্তিম শয্যার দিনগুলো.....৬২০

সেই মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষায়

পুরো দুনিয়া যখন কুফর-শিরকের নিকষ আঁধারে ছেয়ে গিয়েছিল। জুলুম, নির্যাতন আর অনৈতিকতার জাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে হাঁসফাঁস করছিল মানবতা, সৃষ্টিকুল তখন অধীর আগ্রহে এই বন্দিদশা থেকে মুক্তির প্রহর গুনছিল। রবের সাথে বান্দার পরিচয় হারিয়ে যখন মানবাত্মা অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছটফট করছিল, তখন মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় আসমানের দিকে ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে ছিল দুনিয়ার আপামর সৃষ্টি। এমনই এক জরাগ্রস্ত, বেদনাক্রান্ত পরিস্থিতিতে উপস্থিত হয় মাহেন্দ্রক্ষণ; আমিনা বিনতু ওয়াহাবের ঘর আলোকিত করে জন্ম নেন প্রতীক্ষিত মহামানব। যে রাতে তিনি দুনিয়ায় আগমন করেন, সে রাতের বর্ণনা দিয়ে উম্মু উসমান ইবনু আবিল আস[১] বলেন, 'সেদিন আমাদের ঘর আলোয় আলোয় ভরে উঠেছিল। আমি আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখি, তারকারাজি এত কাছে চলে এসেছে যে, মনে হচ্ছিল আকাশের তারাগুলো জমিনের বুকে নেমে এসেছে।'[২]

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ধাত্রী ছিলেন শিফা উম্মু আব্দির রহমান ইবনি আউফ। তিনি বলেন, 'দুনিয়ায় আসার পর যখন আমি তাঁকে ধরলাম, তিনি কেঁদে উঠলেন। আমি শুনতে পেলাম, কেউ একজন বলছে, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। তখন সাথে সাথে তাঁর থেকে একটি আলো বিচ্ছুরিত হলো। সেই আলোতে রোমের প্রাসাদগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল।'

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করার পর তাঁর মা দাসীকে আব্দুল মুত্তালিবের কাছে পাঠালেন। তিনি মায়ের গর্ভে

[১] উম্মু উসমান ফাতিমা বিনতু আব্দিল্লাহ আস-সাকাফিয়্যাহ। সাকিফ গোত্রের একজন সম্মানিতা নারী সাহাবি। তিনি রাসুলুল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত তায়েফের গভর্নর সাহাবি উসমান ইবনু আবিল আস রাদিয়াল্লাহু আনহুর মা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন ভূমিষ্ঠ হন, তখন তাঁর মা আমিনা বিনতু ওয়াহাবের পাশে তিনি ছিলেন।

[২] দালায়িলুন নবুওয়াহ, ইমাম বাইহাকি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৮, হাদিস নম্বর : ২৯; তারিখু দিমাশক, ইবনু আসাকির, খণ্ড : ৩, পৃষ্ঠা : ৭৯

থাকাবস্থায় তাঁর বাবা মারা যান। দাসী গিয়ে দাদা আব্দুল মুত্তালিবকে খবর দিয়ে বলল, আপনার একটি নাতি জন্মগ্রহণ করেছে, তাঁকে দেখতে আসুন। খবর পেয়ে আব্দুল মুত্তালিব ছুটে এলেন। ঘরে ঢুকেই নাতিকে কোলে তুলে নিলেন। অতঃপর তাঁকে নিয়ে সোজা কাবায় চলে গেলেন। আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করে দুয়া করলেন। এরপর তিনি ফিরে এলে নবিজি গর্ভে থাকাবস্থায় তাঁর মা যে স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্নে যা বলা হয়েছে এবং যেভাবে তাঁর নাম রাখতে আদেশ করা হয়েছে, তা সবিস্তারে খুলে বললেন। সবকিছু শুনে আব্দুল মুত্তালিব খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন, 'একসময় আমার এই নাতি বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবে।'[১]

তখন কুরাইশদের মাঝে একটা নিয়ম প্রচলিত ছিল, কারও সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তারা শিশুটিকে কুরাইশের কিছু নারীর হাতে তুলে দিত। তারা বাচ্চাটির ওপর একটি বড় পাথরের পাত্র উলটে দিত এবং এভাবে সকাল পর্যন্ত রাখত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করার পর তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে ওই সকল নারীর হাতে তুলে দিলেন। তারা যথারীতি নিয়ম মেনে তাঁর ওপর একটি বড় পাথরের ডেগ উলটে দিল। সকাল হলে গিয়ে দেখল, পাত্রটি ভেঙে দুই টুকরা হয়ে আছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আসমানের দিকে। এই দৃশ্য দেখে তারা আব্দুল মুত্তালিবের কাছে ছুটে এলো। বলল, আমরা সকালে গিয়ে দেখলাম, পাত্রটি দুই টুকরো হয়ে পড়ে আছে এবং শিশুটি চোখ মেলে আসমানের দিকে তাকিয়ে আছে। ইতঃপূর্বে আমরা তাঁর মতো শিশু দেখিনি এবং কোনো বাচ্চার ক্ষেত্রে এমন ঘটনাও ঘটেনি। আব্দুল মুত্তালিব বললেন, তোমরা তাঁর দিকে খেয়াল রেখো। আমি মনে করি, সে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হবে।

[১] আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ইবনু ইসহাক, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৯; দালায়িলুন নবুওয়াহ, বাইহাকি, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৩৯

নীরবে দাওয়াতের সূচনা

মিরাজের রাতে প্রথমে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হয়। কিন্তু তারও বেশ আগে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত আদায় করা শুরু করেন। খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা তখন বেঁচে ছিলেন। একদিন জিবরিল আলাইহিস সালাম রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এলেন। নিজের পায়ের গোড়ালি দ্বারা উপত্যকার মাটিতে আঘাত করলেন। এর ফলে যমযম কূপের পানি থেকে উৎসারিত একটি ঝরনা সৃষ্টি হলো। জিবরিল ও নবিজি সেই পানি দিয়ে ওজু করলেন। তারপর নবিজিকে সাথে নিয়ে জিবরিল চার সিজদায় দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে ফিরে এলেন। এভাবে সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর রাসুলের হৃদয় প্রশান্ত করে দিলেন, চক্ষু শীতল করলেন এবং রাসুল যা পছন্দ করেন, তা-ই তাঁকে দান করলেন। ঘরে ফিরে গিয়ে তিনি খাদিজার হাত ধরে ওই ঝরনার পাড়ে এলেন। জিবরিল যেমন ওজু করেছিলেন, নবিজি তেমন ওজু করলেন। খাদিজাকে সাথে নিয়ে চার সিজদাহ-সহ দুই রাকাত সালাত আদায় করলেন। এরপর থেকে তারা দুজনে গোপনে নিয়মিত সালাত আদায় করতেন।

এই ঘটনার পর একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খাদিজা রাদিয়াল্লাহু আনহা সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু নবিজির কাছে এসে তাদেরকে সালাতে দেখে ফেলেন। এটা দেখে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, মুহাম্মাদ, আপনারা কী করছেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা আল্লাহর দ্বীন। তিনি এই দ্বীনকে নিজের জন্য মনোনীত করেছেন এবং এই দ্বীন দিয়ে রাসুলগণকে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন। আমি তোমাকে এক ও লা-শারিক আল্লাহর দিকে ডাকছি, লাত ও উজ্জাকে অস্বীকার করে আল্লাহর ইবাদতের

দিকে আহ্বান করছি। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এমন কথা তো আমি আগে কখনো শুনিনি! আমার বাবা আবু তালিবের সাথে পরামর্শ না করে আমি কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। কিন্তু নবিজি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আলি, তুমি যদি এখন ইসলাম গ্রহণ করতে না চাও, তবে আপাতত বিষয়টি গোপন রাখো।' কারণ, বিষয়টি রাসুল প্রকাশ্যে ঘোষণা দেওয়ার আগে আবু তালিব জেনে যাক, এটা তিনি চাইছিলেন না।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু সেই রাতটা অপেক্ষা করলেন। পরদিন আল্লাহ তাআলা আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর অন্তরে ইসলামের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে দিলেন। ভোরবেলা তিনি রাসুলুল্লাহর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, হে মুহাম্মাদ, আপনি যেন আমাকে কী প্রস্তাব দিয়েছিলেন? রাসুলুল্লাহ বললেন, (আমি তোমাকে বলেছিলাম,) তুমি সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি এক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আর তুমি লাত-উজ্জাসহ সকল মিথ্যা রবকে অস্বীকার করবে এবং (আল্লাহর সাথে এদের) অংশীদারি সাব্যস্ত করা থেকে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করবে। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাই করলেন। তবে তিনি নিজের ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি গোপন রাখলেন এবং পিতা আবু তালিব জেনে যান কিনা, তাই ভয়ে ভয়ে রাসুলুল্লাহর কাছে যাতায়াত করতেন।

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর আল্লাহর একটি বিশেষ অনুগ্রহ ছিল, তিনি ছোটবেলা থেকেই রাসুলের কাছে লালিত-পালিত হয়েছেন। তখনো ইসলাম আসেনি, একবার কুরাইশ গোত্রে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। আবু তালিবের পরিবারের লোকসংখ্যা ছিল অনেক। তখনকার সময় কুরাইশদের মাঝে নবিজির আরেক চাচা আব্বাস অপেক্ষাকৃত ধনী ছিলেন। একদিন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা আব্বাসকে বললেন, চাচা, আপনার ভাই আবু তালিবের পরিবারের লোকসংখ্যা অনেক। মানুষ দুর্ভিক্ষে কত কষ্ট করছে, তা তো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন। চলুন, আপনি বরং তার জন্য সহজ এমন কোনো

করেনি। তুমি বরং আমার জন্য অপমানজনক কথা বলছ এবং আমার বিপক্ষে তাদেরকে সহযোগিতা করছ। সুতরাং তোমরা যা খুশি করতে পারো। আমি আমার অবস্থানেই অটল থাকব। এরপর সংকট ঘনীভূত হতে শুরু করল, যুদ্ধের উন্মাদনা বাড়তে লাগল, সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ তীব্র হয়ে উঠল এবং লোকেরা যুদ্ধের জন্য একে অন্যকে আহ্বান করতে থাকল।[১]

নবিজির কাছে কুরাইশদের নানান অমূলক দাবি

আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর চাচা আবু তালিবের মাধ্যমে এভাবেই কুরাইশদের কূটকৌশল থেকে রক্ষা করেছিলেন। কুরাইশদের এমন ঔদ্ধত্য মনোভাব ও কার্যকলাপ দেখে আবু তালিব নবিজির ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে পড়লেন। সেই শঙ্কা থেকে তিনি নিজে যেভাবে রাসুলুল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছেন, একইভাবে বনু হাশিম ও বনু আব্দিল মুত্তালিব গোত্রের লোকদেরও তাঁর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন। অভিশপ্ত আবু লাহাব ছাড়া বাকি সবাই তার আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল।

কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে কুরাইশদের নানান অমূলক দাবি ও হঠকারিতার বর্ণনা এসেছে। তারা মূলত স্বেচ্ছাচারিতা ও প্রচণ্ড বিদ্বেষের কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাঁর নবুয়তের সপক্ষে বিভিন্ন প্রমাণ ও নিদর্শন উপস্থাপনের দাবি করত। তবে এর কোনোটাই সৎপথ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ছিল না। বরং এসবই ছিল তাদের মনের কলুষতা ও সত্যদ্রোহিতার বহিঃপ্রকাশ। এগুলো জানেন বলেই আল্লাহ তাদের অধিকাংশ আবদার পূরণ করেননি। কেননা তাদেরকে যত নিদর্শনই দেখানো হোক, তাদের সামনে যত প্রমাণই

[১] জামিউত তিরমিজি, হাদিস : ২৪৭২; আস-সিরাতুন নাবাবিয়্যাহ, ইবনু ইসহাক, পৃষ্ঠা : ৭০; সিরাতু ইবনি হিশাম, ইবনু হিশাম, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ৬, বর্ণনাটি হাসান।

হাজির করা হোক, তারা তাদের সত্যদ্রোহিতায় অন্ধ এবং ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়েই থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَأَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَّيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ - وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ - وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَّشَاءَ اللهُ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ -

তারা আল্লাহর নামে কঠিন শপথ করে বলে, তাদের কাছে যদি সত্যই কোনো নিদর্শন (অর্থাৎ তাদের কাঙ্ক্ষিত মুজিযা) আসে; তবে তারা অবশ্যই তাতে ঈমান আনবে। আপনি বলে দিন, সমস্ত নিদর্শন তো আল্লাহর হাতে। আর (হে মুসলিমগণ,) কীভাবে তোমাদের জানানো যাবে যে, তা (তাদের কাঙ্ক্ষিত নিদর্শন) এলেও তারা ঈমান আনবে না। তারা যেমন প্রথমবার এতে (কুরআনের অলৌকিকতায়) ঈমান আনেনি, তেমনই আমিও তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দেব। আর তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের মতো ছেড়ে দেব। আমি যদি তাদের কাছে ফেরেশতাও পাঠিয়ে দিতাম, মৃত ব্যক্তিরাও তাদের সাথে কথা বলত এবং (তাদের ইচ্ছামাফিক) সকল জিনিস তাদের চোখের সামনে হাজির করে দিতাম, তবুও তারা ঈমান আনয়ন করত না। অবশ্য আল্লাহ যদি চাইতেন (তবে সেটা ভিন্ন কথা)। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক অজ্ঞতাপ্রসূত কথা বলে।[১]

ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, একদিন সূর্যাস্তের পর কুরাইশের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিরা কাবাগৃহের চত্বরে সমবেত হলো।

[১] সুরা আনআম, আয়াত : ১০৯-১১১

নবিজির স্ত্রী-কন্যাদের মদিনায় হিজরত

আবু আইয়ুব রাদিয়াল্লাহু আনহুর ঘরে অবস্থান করছেন নবিজি। কিন্তু তাঁর স্ত্রী-কন্যারা এখনো মক্কায়। তিনি তাঁর আজাদকৃত গোলাম যায়েদ ইবনু হারিসা রাদিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু রাফিকে দুটি উট আর ৫০০ দিরহাম দিলেন। বলে দিলেন তাঁর কন্যা ফাতিমা ও উম্মু কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহুমা এবং নবি-পত্নী সাওদা বিনতু যামআ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে মদিনায় নিয়ে আসার জন্য। সঙ্গে উসামা ইবনু যায়েদকেও নিয়ে আসতে বললেন। নবিজির বাকি দুই কন্যার মধ্য থেকে রুকাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহা তার স্বামী উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে হিজরত করেছিলেন। আর যাইনাব রাদিয়াল্লাহু আনহা স্বামী আবুল আস ইবনু রাবিআর সাথে মক্কায় ছিলেন।

যায়েদ ইবনু হারিসা তাদেরকে মক্কা থেকে নিয়ে এলেন। সঙ্গে আনলেন তার স্ত্রী উম্মু আইমানকেও। তাদের সাথে যোগ দিলেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর পরিবার। যার নেতৃত্বে ছিলেন তার ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনু আবি বকর। উম্মুল মুমিনিন আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহাও এই কাফেলায় ছিলেন। তখনো তার সঙ্গে রাসুলের বাসর হয়নি।

নবিজির কাছে আনসারি সাহাবিদের হাদিয়া

যায়েদ ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবু আইয়ুব আনসারি রাদিয়াল্লাহু আনহুর বাড়িতে অবস্থানকালে তাঁর কাছে প্রথম হাদিয়া নিয়ে আমিই উপস্থিত হয়েছিলাম। তা ছিল এক পেয়ালা দুধ ও ঘি মিশ্রিত রুটি। আমি হাদিয়ার পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে নবিজিকে বললাম, আমার আম্মা এই সামান্য হাদিয়াটুকু আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে বারাকাহ দান করুন।' এরপর তিনি সাহাবিদের ডাকলেন। তারা সকলে